মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

নথি নং -বিঅ-৬/৬০১৮/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১১৩০১ তারিখ: ২০-০৬-২০২২

বিষয়: তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : অভিযোগকারীর ১৫-০৬-২০২২ তারিখের আবেদন (আইডি- (১৬৬৪১)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন খাজুরা এম. এন. মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ বজলুর রহমান সম্পূর্ণ অবৈধভাবে সরকারের অনুমতি ছাড়া স্বপদে এক্সটেনশেন নিয়ে তার নিজ স্বাক্ষরে তৃতীয়বারের মত এডহক কমিটি গঠন করেছে যা সম্পূর্ণ অবৈধ মর্মে সাবেক অভিভাবক সদস্য জনাব মোঃ মঈনুদ্দীন অভিযোগ দাখিল করেছেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন অতিসত্ত্বর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

২০-০৬-২০২২
(ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
02477762705

জেলা শিক্ষা অফিসার
যশোর।

সংযুক্তি: অভিযোগের ছায়ালিপি

নথি নং-বিঅ-৬/৬০১৮/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১১৩০১ (৬) তারিখ: ২০-০৬-২০২২

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা প্রশাসক, যশোর।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৪। প্রধান শিক্ষক, খাজুরা এম এন মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, গৌরনগর, যশোর সদর, যশোর।
৫। অভিযোগকারী, জনাব মোঃ মঈনুদ্দীন (০১৭২৮-৩৩৭০৮৬), গৌরনগর, যশোর সদর, যশোর।
৬। অফিস নথি।

২০-০৬-২০২২
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
02477762705

তারিখ ঃ

বরাবর,

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

যশোর ।

বিষয় ঃ খাজুরা এম,এন, মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ বজলুর রহমান সম্পূর্ণ অবৈধভাবে সরকারের অনুমতি ছাড়া স্ব পদে এক্সটেনশন নিয়ে তার নিজ স্বাক্ষরে তৃতীয়বারেরমত এডহক কমিটি গঠণ করেছে যা সম্পূর্ণ অবৈধ। উক্ত ঘটনা সুষ্ট তদন্ত পূর্বক কমিটি বাতিল করত তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রসঙ্গে।

জনাব ,

সবিনয় নিবেদন এইযে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী খাজুরা এম,এন, মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত এডহক কমিটির অভিভাবক সদস্য। গত এডহক কমিটির মিটিং এ প্রধান শিক্ষক মোঃ বজলুর রহমানের চাকরির মেয়াদ ১৪-০৫-২০২২ তারিখ শেষ হওয়ায় তাকে এক্সটেনশন দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করলে আমি নারাজি প্রস্তাব প্রদান করি এবং সুসম্মানে তাকে বিদায় দেওয়া হোক, এবং বিধিমোতাবেক সহকারি প্রধান শিক্ষক মোছাঃ নুরুন্নাহার কে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করি । কিন্তু শিক্ষক প্রতিনিধি মোঃ জাকির হোসেন মিনির সাথে পাশের একরুমে গোপন বৈঠক করে তার বিভিন্ন অপকর্ম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রধান শিক্ষক এক্সটেনশন নিতে সম্মতি হন। দেখা গেলো সরকারের ২০২১ সালের প্রজ্ঞাপনে সরকারের অনুমতি ছাড়া তিনি অবৈধভাবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে রেজুলেশন করেন সেখানে আমার কোন স্বাক্ষর নাই । এবং প্রতিষ্ঠাণ থেকে মাসিক ২০,০০০/= টাকা বেতন নির্ধারণ করেন । প্রতিষ্ঠাণের টাকা ব্যায় হবে বিধায় ইহাতে অত্র অঞ্চলের অভিভাবক ও শিক্ষক মন্ডলি ক্ষুদ্ধ । তিনি তৃতীয়বার প্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটি গঠন করার জন্য তার চাকরির মেয়াদ গত ১৪-০৫-২০২২ তারিখ শেষ হওয়ার পরেও যশোর শিক্ষাবোর্ডে একটি আবেদন করেন। চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় তার স্বাক্ষরে তৃতীয়বার এডহক কমিটি গঠনের আবেদন করতে পারেন না । অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরের সরকার কর্তৃক কোন বৈধতা নাই । সুতরাং তার নিজ স্বাক্ষরে গত ০৯/০৬/২০২২ তারিখ খাজুরা এম,এন,মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয়বার এডহক কমিটি গঠণ করেছেন। এবং যশোর শিক্ষাবোর্ড থেকে কমিটি অনুমোদন চিঠি প্রদান করা হয় । সেখানে অভিভাবক সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধী নিয়ম মাফিক করা হয় নাই । গোপনে সহকারী শিক্ষক জাকির হোসেন মিনি ও প্রধান শিক্ষক ঐ সকল সদস্য বানিয়ে বোর্ডে সাবমিট করেন। তার নিজ স্বাক্ষরে তৃতীয়বারেরমত এডহক কমিটি গঠণ করেছে যা সম্পূর্ণ অবৈধ। উক্ত ঘটনা সুষ্ট তদন্ত পূর্বক কমিটি বাতিল করত তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন করছি । তৃতীয়বার এডহক কমিটির বিরুদ্ধে জোর অভিযোগ দাখিল করছি এবং সঠিক নিয়মে কমিটি গঠনের জন্য আবেদন করছি ।

অতএব হুজুরের নিকট আকুল আবেদন আমার উপরোক্ত বিষয়ের অভিযোগ গহণ পূর্বক সঠিক নিয়মে তৃতীয়বার এডহক কমিটি গঠণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গহণ করিতে আপনার একান্ত মর্জি হয় ।

বিনিত,

মোঃ মঈনুদ্দীন হোসেন

তাং ১৫/৬/০২২

(মোঃ মঈনুদ্দীন হোসেন)

অভিভাবক সদস্য

দ্বিতীয় এডহক কমিটি

খাজুরা এম,এন, মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় ।

ইআইআইএন : ১১৫৯৭৫